এই বাবা এখন কোথায় আছেন?

উপরের আলোকচিত্রটি ছাপা হয়েছিল বাংলাদেশেরই একটি জাতীয় দৈনিকে, ২০১২ সালের জুন মাসে। এই ছবিটি ইন্টারনেটে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নেই মিয়ানমারের শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেয়ার আবেদন জানিয়ে আমরা একটি বিবৃতি প্রচার করব।

এই বিবৃতিতে কোন কাজ হবে কিনা, কেউ আমাদের কথা শুনবে কিনা, তা আমরা ভাবিনি। আমাদের শুধু মনে হয়েছিল একজন মানুষ হিসাবে এই বাবার পাশে দাঁড়ানো আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব। আমরা যদি তা না করতে পারি, তাহলে ইন্টারনেটে পেজ খুলে নিত্যনতুন আইডিয়া দেয়ার কোন অর্থ নেই।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেইসময়ে আমাদের কথা কেউ শুনেছেন বলে আমাদের জানা নেই। পরবর্তীতে দেখেছি, অনেক খ্যাতিমান কূটনীতিবিদকে কলম হাতে যুদ্ধ করতে, টকশোতে

সরব হতে। তারা ধারালো যুক্তি দিয়ে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন এই দরিদ্র শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দিলে বাংলাদেশ কোন কোন দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

পরবর্তীতে আরো খেয়াল করেছি তাদের ধারালো যুক্তিকেই সমাজ এবং সরকার গ্রহণ করেছে। ফলে বাংলাদেশ সরকার মিয়ানমারের শরণার্থীদেরকে কোন আশ্রয় দেয়নি। এই শরণার্থীরা কোথায় গেছে, কিভাবে আছে, তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি অনেকদিন।

তারপর প্রায় তিন বছর পর আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে প্রকাশ পেল এই শরণার্থীদের পরিণতি। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এই শরণার্থীদের ঠাঁই হয়েছিল। তবে শরণার্থী হিসাবে নয়, বন্দি হিসাবে।

তাদের অসহায়ত্বকে পুঁজি করে একদল বেনিয়া মানব পাচারকারী চক্রের সৃষ্টি হয়েছিল যারা আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে এই শরণার্থীদেরকে নিয়ে গেছে অজানা গন্তব্যে। তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। তাদের উপর চালিয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। অবশেষে এই শরণার্থীদের অনেকের শেষ আশ্রয় হয়েছে গণকবরে।

বাংলাদেশ এই শরণার্থীদেরকে কোন জায়গা না দেয়াতেই এই শরণার্থীরা বাধ্য হয় অন্যত্র পাড়ি জমাতে। আর তাদের গণহারে মালয়শিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশে পাড়ি জমাতে দেখে বাংলাদেশিরাও এই স্রোতে শামিল হয়।

ফলে মিয়ানমারের শরণার্থীদের পাশাপাশি মানবপাচারকারীদের লুণ্ঠনের শিকার হয়েছেন অসংখ্য বাংলাদেশিও। এই বাংলাদেশিদের অনেকেই এখনো দিন কাটাচ্ছেন বিদেশের বিভিন্ন আশ্রয় শিবিরে কিংবা কারাগারে। তাদের পরিণতি কি হবে, তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত পাবেন কিনা, তা কেউই জানে না।

অথচ এই প্রবণতাকে আটকানো যেত যদি বাংলাদেশ সরকার শুধুমাত্র মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সমস্যাটিকে বিচার করত। কিন্তু তা হয়নি। ফলে দক্ষ কূটনীতির কাছে পরাজিত হয়েছে মানবতা; যুক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে মানুষের প্রতি আবেগ, ভালবাসা।

সবার কাছে আমাদের প্রশ্ন, একটি ছবি যদি পারে সমগ্র ইউরোপকে সিরীয় শরণার্থীদেরকে আশ্রয় দেবার ব্যাপারে এক করে ফেলতে, ইউরোপের মুসলিমবিরোধী জনমতকে এক ধাক্কায় মুসলিমের পক্ষে নিয়ে যেতে, তাহলে আমরা কেন পারলাম না একই রকম একটি ইস্যুতে আজ থেকে তিন বছর আগে একাট্টা হতে?

আমাদের সমস্যা তাহলে কোথায়?

আমাদের সমস্যা কি ফৃ প্রেসে? গণতন্ত্রে? বিচার বিভাগে? নাকি মানসিকতায়?

পৃথিবীর পশ্চিমা দেশগুলো যে উন্নতি করেছে, তা কি করেছে শুধু বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা এবং গণতন্ত্রের কারণে? নাকি এর পেছনে দায়ী অন্য কিছু?

এই প্রশ্নগুলির উওরে আমাদের কীর্তিমানরা কি বলবেন, তা আমাদের জানা নেই। তারা হয়তো নতুন যুক্তি দেখাবেন। নতুন ফর্মুলা দেবেন। সেই ধারালো যুক্তি এবং ফর্মুলার সামনে আমাদেরকে হয়তো নীরব দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

তবে আজকে আমাদের খুব জানতে ইচ্ছা করছে নৌকাতে পরিবারবর্গকে রেখে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা আশ্রয়প্রার্থী এই বাবার পরিণতি কি হয়েছিল? তাকে কি বাংলাদেশ আশ্রয় দিয়েছিল? নাকি আশ্রয় না পেয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন অজানা সমুদ্রপথে?

তিনি কি তার পরিবার নিয়ে অন্য কোন দেশে আশ্রয় পেয়েছিলেন? নাকি অনেকের মত তারও ঠাঁই হয়েছিল গণকবরে?

কেউ কি পারবেন আমাদেরকে এই প্রশ্নগুলির উওর দিতে?

আইডিয়াস ফর ডেভলপমেন্ট
০৫/০৯/২০১৫

ছবিসূত্রঃ দি ডেইলি স্টার

[পুনশ্চঃ মিয়ানমারের শরণার্থীদের আশ্রয় দেয়ার আবেদন জানিয়ে আমরা বিবৃতিটি প্রচার করেছিলাম ২০১২ সালের ১৫ জুন। আরো যে গুটিকয়েক ব্যক্তি একই রকম আবেদন জানিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল অন্যতম। তার এই আবেদনটি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি অনেক পরে। মিয়ানমারের শরণার্থীদের দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আইএফডি'র পক্ষ থেকে তাকে অনেক ধন্যবাদ।]